গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: মো: মশিউর রহমান খান মিথুন পরিদর্শন তারিখ: ২৮-০৯-২০১৭

১। **প্রকল্পের নাম :** খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ।

২। **(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ:** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

৩। **প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):**

মোট	টাকা(জিওবি)	প্রকল্প সাহায্য
৪৮৭১.০০	৪৮৭১.০০	-

৪। **প্রকল্পের অর্থায়ণ (ঋণ/অনুদান/ইকুইটি):** বাংলাদেশ সরকারের অনুদান

৫। **বাস্তবায়ন কাল:**

আরাম্ভ	সমাপ্তি
জানুয়ারী,২০১৭	জুন, ২০১৯

৬। **প্রকল্প এলাকা:**

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	গুইমারা, মাটিরাঙ্গা, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি সদর

৭। **প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ডিপিপি'র সংস্থান:** অনুমোদিত ডিপিপি'তে খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা উপজেলার জন্য ৪৫০.৪৮ লক্ষ টাকা, মাটিরাঙ্গা উপজেলার জন্য ২১০৫.৬১ লক্ষ টাকা, মানিকছড়ি উপজেলার জন্য ৮৬৬.৫৩ লক্ষ টাকা এবং খাগড়াছড়ি সদরের জন্য ১৩৭১.৮৮লক্ষ টাকা সংস্থান রয়েছে।

৮। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৮.১ **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:** পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে খাগড়াছড়ি অন্যতম। এর মোট আয়তন ২৭৪৯ বর্গ কিলোমিটার। লোক সংখ্যা ৬,১৩,৯১৭ জন। জেলার মোট উপজেলার সংখ্যা ৯ টি এবং ইউনিয়ন ৩৪ টি। উপজেলা সদর ও তদসংলগ্ন এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা কিছুটা উন্নত হলেও প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। ফলে সরকারী ও বেসরকারী সেবা এসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছানো কষ্টকর। কৃষক স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। এ জেলায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের টানে এখানে প্রচুর সংখ্যক দেশী-বিদেশী পর্যটকের সমাগম ঘটে। কিন্তু দূর্গম যাতায়াত ব্যবস্থার কারনে এ এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিম্নতম পর্যায়ে। সে প্রেক্ষিতে উক্ত প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ৪৮৭১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৭ থেকে জুন, ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.২ **উদ্দেশ্য:**

- প্রত্যন্ত এলাকার ১১২ টি গ্রামের ৫৬০০ টি পরিবারের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ স্থাপন;
- সামাজিক সেবা সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে সহজে যোগাযোগ স্থাপন (স্কুল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বাজার ইত্যাদি)
- প্রত্যন্ত এলাকার গরিব জনগণের জন্য কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা
- স্থানীয় কৃষি ও অন্যান্য পণ্যের বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করা
- পর্যটনের সুযোগ সৃষ্টি করা

৮.৩ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:** (ক) মাটির কাজ (খ) এইচ বি বি সড়ক (গ) কালভার্ট (ঘ) ড্রেইন (ঙ) আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল (চ) ব্রীক রিটেইনিংওয়াল

৮.৪ **প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়:** আলোচ্য প্রকল্পটি ৪৮৭১.০০ লক্ষ টাকায় সম্পূর্ণ জিওবি অর্থে জানুয়ারী,২০১৭ হতে জুন, ২০১৯ মেয়াদে

বাস্তবায়নের জন্য গত ১১/০১/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি:**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সেপ্টেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ								
	সরবরাহ ও সেবাঃ								
১।	ডাক	০.৫০	থোক	-	-	০.৩০	৬০%		১৫%
২।	মুদ্রন ওবাঁধাই	২.০০	থোক	০.৫০	২৫%	১.৭০	৮৫%	-	২১.২৫%
৩।	ষ্টেশনারী	৩.০০	থোক	২.০০	৬৬.৬৭ %	১.০০			
৪।	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৪.০০	থোক	১.৫০	৩৭.৫০ %	২.০০	৬৬.৬৬ %		১৬.৬৬%
৫।	আপ্যায়ন	৩.০০	থোক	-	-	২.০০	৬৬.৬৬ %		১৬.৬৬%
৬।	সম্মানী	৫.০০	থোক	০.২০	৪%	২.০০	৪০%		১০%
৭।	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	৫.০০	থোক	০.৮০	১৬%	২.০০	৪০%		১০%
৮।	অন্যান্য ব্যয়	৪.০০	থোক	-	-	২.০০	৫০%		১২.৫%
	উপ-মোট রাজস্বঃ	২৬.৫০		৫.০০		১৩.০০			
	(খ) মুলধন খাতঃ								
৯।	**নির্মাণ ও পূর্তঃ**								
	(১)মাটির কাজ	৯৫৪.১৬	৫৪২১৩৬.০০ ঘঃ মিঃ	১৩০.০০	১৩.৬২ %	৭০০.০০	৭৩.৩৬%		১৮.৩৪%
	(২)এইচবিবি সড়ক	১৫৯৯.২০	৪০.০০কিঃ মিঃ	-	-	৪০০.০০	২৫%		৬.২৫%
	(৩)কালভার্ট	২৭৯.৭৪	১৪২.০০ মিঃ	-	-	১০০.০০	৩৫.৭৫%		৮.৯৪%
	(৪)ড্রেইন	৬১৫.১৬	২৬০০০.০মিঃ	-	-	১৮৭.০০	৩০.৪০%		৭.৬০%
	(৫)আসিসি রিটেইনিং ওয়াল	৪৯৫.৬৪	৯৮০.০০ মিঃ	৪০.০০	৮.০৭%	৩০০.০০	৬০.৫২%		১৫.৩৮%
	(৬)ব্রীক রিটেইনিং ওয়াল	৮৫০.৬০	৪০০০.০০মিঃ	২৫.০০	২.৯৩%	৩০০.০০	৩৫.২৬%		৮.৮২%
	উপ-মোট মুলধনঃ	৪৭৯৪.৫০		১৯৫.০০		১৯৮৭.০০			
	(গ) প্রাইস কনটিনজেন্সী	৫০.০০		-		২৪.৪৭			
	সর্বমোট (ক+খ+গ)	**৪৮৭১.০০**	১০০%	**২০০.০০ (৪.১১%)**	**(৫.৩০%)**	**২০০০.০০**	৫০%	১২৫.০০	১৪%

১০। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:** অগ্রগতি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ডিপিপি'র সংস্থানকৃত ৪৫৬.৪২ লক্ষ টাকার মধ্যে আরএডিপি'তে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ২০০.০০ লক্ষ টাকা যার সমুদয় অর্থই ব্যয়িত হয়েছে। চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্পটির অনুকূলে এডিপি'তে বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে ২০০০.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে ১২৫.০০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩২৫.০০ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৬.৬৭%। অথচ প্রকল্পটির ২টি অর্থবছরে আর্থিক সংস্থান রাখা হয়েছিল ৩১২৭.৭৩ লক্ষ টাকা। সার্বিক অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় মর্মে প্রতিয়মান হয়।

১১। **অর্থবছর অনুযায়ী ডিপিপি'র সংস্থান, এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়:** ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অগ্রগতি সংক্রান্ত চিত্র নিম্ন সারণীর মাধ্যমে দেখানো হলো:

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি'র সংস্থান	আর্থিক সন	অনুমোদিত ডিপিপি/ আরডিপিপি'তে আর্থিক সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	ছাড়কৃত অর্থের পরিমান	ব্যয়িত অর্থের পরিমান	অব্যয়িত অর্থ সমর্পন সংক্রান্ত
	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৮৭১.০০	২০১৬-২০১৭	৪৫৬.৪২	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	-
	২০১৭-২০১৮	২৬৭১.৩১	২০০০.০০	৫০০.০০	১২৫.০০ (সেপ্টেম্বর'১৭ পর্যন্ত)	-
	মোট	**৩১২৭.৭৩**	**২২০০.০০**	**৭০০.০০**	**৩২৫.০০**	-

১২। **পরিদর্শন:** গত ২৮/০৯/২০১৭ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বাস্তবায়নাধীন "খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটির খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে খাগড়াছড়ি জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটির ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি এবং পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

১২.১ **স্কিমের নাম:** পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষে গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের অধীন (৪০ কিঃমিঃ) গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ (কোড নং-৫-৫৫০৫-৫০১১)।

১২.২ **অনুমোদিত কাজের পরিমান ও আর্থিক সংস্থান:** প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা, মাটিরাঙ্গা, মানিকছড়ি ও খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার জন্য অনুমোদিত ডিপিপি'তে ৬টি সড়ক নির্মাণের সংস্থান রয়েছে যার মোট দৈর্ঘ্য ৪০ কিঃমিঃ এবং সড়ক সংশ্লিষ্ট মাটির কাজ, কালভার্ট, ড্রেইন, ব্রিক, আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল ও সড়ক নির্মাণ কাজের জন্য ৪৮৭১.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। এ সকল কাজ ১টি প্যাকেজের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে।

১২.৩ **দরপত্র ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া:** দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ হতে জানা যায় যে, 'দৈনিক অবজারভার' পত্রিকায় ৩০/০৪/২০১৭ ইং তারিখে, 'দৈনিক খবর' পত্রিকায় ৩০/০৪/২০১৭ ইং তারিখে এবং 'দৈনিক অরণ্যবার্তা' পত্রিকায় ৩০/০৪/২০১৭ ইং তারিখে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ ও সিএইচটিডিবি-র ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয় । বিক্রিত সিডিউলের সংখ্যা ৩টি। প্রাপ্ত ৩টি দরপত্রের মধ্যে ০১ টি দরপত্র রেসপনসিভ বিবেচিত হয়েছে এবং ০২টি নন-রেসপনসিভ বিবেচিত হয়েছে। রেসপনসিভ দরপত্রটি এম. এ. এইচ কনষ্ট্রাকশন এন্ড মেসার্স সেলিম এন্ড ব্রাদার্স (যৌথভাবে) কর্তৃক দাখিলকৃত দরপত্রে উল্লেখ করেন। কাজের নির্মাণ স্থানের দূর্গমতার কারনে নির্মাণ সামগ্রীর পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও দুর্গমতার কারণে দক্ষ শ্রমিকের অপ্রতুলতায় নির্মাণ শ্রমিকের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে জেলা ও উপজেলা সদরের সাথে সংযোগ সাধনের বিষয়টিও অত্যন্ত জরুরী হওয়ার কারণে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অপরিহার্য। উল্লেখিত বিষয়টি সার্বিক বিবেচনা পূর্বক মূল্যায়নকৃত প্রাক্কলিত মূল্যের উপর ১.০৫% (এক দশমিক শূণ্য পাঁচ শতাংশ) প্রায় উর্দ্ধদরে, টাকা ৪৮,৪৪,৪৬,৪৩৪.১০.৫৯ (আটচল্লিশ কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার চারশত চৌত্রিশ টাকা দশ পয়সা) দরপত্রটি এমএএইচসিএল-এসবি (জেভি) নামে গ্রহনের সুপারিশ করা হয়।

১২.৪ **বাস্তব কাজ অবলোকন:** মাটিরাংগা উপজেলার বেলছড়ি মসজিদ হতে রহমত আলী চেয়ারম্যানের বাড়ী হয়ে শান্তিপুর আর এন্ড এইচ রাস্তা পর্যন্ত ৬.০০ কিলোমিটার সড়কটি এইচবিবি সড়ক হিসাবে নির্মাণ করা হচ্ছে। সড়কটির ৩ কিলোমিটার পর শফিটিলা বিইউপি ক্যাম্প এর পাশে যে বড় জলস্রোতটি রয়েছে তাতে কালভার্ট নির্মাণের সংস্থান আছে। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় এখানে আনুমানিক ২৫/৩০ মিটারের একটি ব্রীজ নির্মাণ প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু অনুমোদিত সড়কটিতে মোট ৩টি কালভার্ট (প্রতিটি ৫ মিটার) নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য এ সড়কটি সীমান্ত নিকটবর্তী বিধায় সীমান্ত সড়ক হিসাবে বিবেচিত হবে মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী জানান। পরিদর্শিত সড়কটির অনুকূলে ব্যয় করা হয়েছে ৩২৩.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ২০%।

পরিদর্শনের স্থির চিত্র:

চিত্র-১: পাহাড় কেটে নির্মিত সড়ক

চিত্র-২: দূর্গম পাহাড়ি এলাকার দিকে ধাবিত সড়ক

১৩। **পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নে সমস্যা:**

১৩.১ **সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রতিবেদন ত্রুটিপূর্ণ:** প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন জন সদস্য দ্বারা এ সম্ভাব্যতা যাচাই পূর্বক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রতিবেদনের সার্বিকদিক বিবেচনা না করায় সুপারিশসমূহ অত্যন্ত দুর্বল হয় যার আলোকে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ফলে বাস্তবায়ন পর্যায়ে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণে দেখা যায়- সড়কটির সংযোগ পেতে আরও প্রায় ১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। বর্ধিত অংশ নির্মিতব্য সড়ক প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত না করলে সড়কের সুবিধাভোগী জনসাধারণ ভোগান্তিতে পড়বে। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জনের লক্ষ্যে অনুমোদিত সময়ে বাস্তবায়নের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ অতিব জরুরী;

১৩.২ **ত্রুটিপূর্ণ ড্রয়িং, ডিজাইন ও ব্যয় প্রাক্কলন:** ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনায় বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়। ফলে ড্রয়িং ও ডিজাইনের ভিত্তিতে যে ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে তা সবই ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়;

১৩.৩ **পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ধীরগতি এবং অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ:** প্রকল্পটি ৩টি অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য ৪৮৭১.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ডিপিপি'তে নির্ধারিত রয়েছে। তন্মধ্যে ২টি অর্থবছরে ডিপিপি'র সংস্থান রাখা হয় ৩১২৭.৭৩ লক্ষ টাকা (মোট ব্যয়ের ৬৪.২১%) যার বিপরীতে এডিপিতে বরাদ্দ প্রদান করা হয় ২২০০.০০ লক্ষ টাকা যা ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রার ৪৫.১৬% (১৯.০৫% কম)। শেষ অর্থবছরে ডিপিপি'তে সংস্থান রয়েছে মোট ব্যয়ের ৩৫.৭৮%। অর্থাৎ চলতি অর্থবছরের সমুদয় অর্থ ব্যয়িত হলেও মোট ব্যয়ের ৫৪.৮৩% অর্থ অব্যয়িত থাকবে এবং সময় অবশিষ্ট থাকবে ৩৩.৩৩% বা ১২ মাস। ফলে অনুমোদিত নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের সমুদয় কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না মর্মে প্রতিয়মান হয়;

১৩.৪ **প্রকল্পের কোড নম্বর সংক্রান্ত:** ডিপিপি'র সামগ্রীক ক্রয় পরিকল্পনায় ১টি প্যাকেজে (৪০ কিলোমিটার) সড়ক নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে। ৭টি সড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৪০ কিলোমিটার। ভিন্ন ভিন্ন ৭টি সড়ক একত্রিত করে ১টি প্যাকেজে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ৪০ কিলোমিটার সড়কের জন্য ১টি আইডি নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ ডিপিপি'তে ৭ টি ভিন্ন ভিন্ন সড়কের নাম উল্লেখ থাকলেও আইডি নম্বরের ভিন্নতা রাখা হয়নি। এ ক্ষেত্রে ডিপিপি'র ব্যত্যয় ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়, যা কাম্য নয়; এবং

১৩.৫ **মাসিক ও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ না করাঃ** প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য আইএমইডি'র ছক-০৫ ও ছক-০৩ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে আইএমইডি'তে নিয়মিত ভাবে প্রেরণ করা হয় না । ফলে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় সংসদ, একনেকসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দফতরের চাহিদামত তথ্য সরবরাহে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

১৪। **সুপারিশ:**

১৪.১ চলতি অর্থবছরের সমুদয় অর্থ ব্যয়িত হলেও মোট ব্যয়ের ৫৪.৮৩% অর্থ অব্যয়িত থাকবে এবং সময় অবশিষ্ট থাকবে ১২ মাস যা মোট প্রকল্প মেয়াদের ৩৩%। প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি অত্যন্ত মন্থর হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে। প্রয়োজনীয় এডিপি বরাদ্দের পাশাপাশি মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করে Work Breakdown Structure (WBS) সংশোধন পূর্বক কর্মপরিকল্পনা নতুন করে প্রণয়ন করতে হবে যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়;

১৪.২ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে মানসম্মত সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন, ড্রেইনের প্রকৃত দৈর্ঘ্য নিরুপণ, বাস্তবতার নিরিখে ব্যয় প্রাক্কলন নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রকল্প নিতে হবে যাতে উদ্ভূত সমস্যার পুনরাবৃত্তি না হয়;

১৪.৩ ডিপিপি'র সামগ্রিক ক্রয় পরিকল্পনায় ৭টি সড়কের দৈর্ঘ্য মোট ৪০ কিলোমিটার যা ১টি প্যাকেজে ক্রয় করা হয়েছে এবং ১টি আইডি নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি সড়কের জন্য আলাদা আলাদা আইডি নম্বর ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে;

১৪.৪ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবশিষ্ট অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিতসহ কাজের তালিকা (Work/Activity list) প্রণয়ন করতে হবে এবং কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক Critical Path Methodঅনুসরণ করে যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৪.৫ প্রকল্পের সুফল নিশ্চিত করার জন্য একটি পরিপূর্ণ Exit Plan প্রণয়নে এখন হতে সচেষ্ট হতে হবে এবং Exit Plan এর কপি আইএমইডিকে সরবরাহ করতে হবে;

১৪.৬ প্রকল্পটির অগ্রগতি সংক্রান্ত আইএমইডি-০৫ এবং ০৩ ফরমেট অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; এবং

১৪.৭ সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।

১৪-১১-২০১৭

(মো: মশিউর রহমান খান মিথুন)
সহকারী পরিচালক